সংবিধান | Constitution]

একটি রাষ্ট্র যে যে মৌলিক শর্তের ভিত্তিতে প্রশাসিত হবে সেই শর্তগুলির সংকলনকে 'সংবিধান' বলা হয়। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কাঠামো, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের মুখ্য পদাধিকারীদের ভূমিকা, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার পূর্ণচিত্র থাকে প্রত্যেকটি সভ্য দেশের লিখিত সংবিধানে। ব্রিটেন ব্যতিরিকে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান আছে। এই সংবিধানগুলির মধ্যে আয়তনে বৃহত্তম ভারতীয় সংবিধান। সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় (26 শে নভেম্বর, 1949) এতে ছিল 22 টি পার্ট, 395 টি অনুচ্ছেদ এবং ৪ টি তফশিল।

গণপরিষদ|

ভারতীয় সংবিধান রচনা করেছিল ভারতের গণপরিষদ। গণতান্ত্রিক রীতিনিতি অনুসারে একটি দেশের শাসনব্যবস্থা সেই দেশের অধিবাসীদের দ্বারা রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু দেশবাসীর সকলের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজনকে নিয়ে একটি সংস্থায় গঠিত হয়। এই সংস্থাই দেশ ও দেশবাসির জন্য একটি স্যবিদান প্রণয়ন করে। দেশের জনগণের হয়ে যাঁরা সংবিধান রচনা করে, সম্মিলিতবাবে তাঁদের বলা হয় গনপরিষদ। ভারতেও গঠিত হয়েছিল গনপরিষদ এবং সেই গণপরিষদ রচনা করেছিল ভারতীয় সংবিধান।

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুসারে 1946 সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশগুলি থেকে নির্বাচিত 292 জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রিন্সলি স্টেটগুলি থেকে মনোনীত 93 জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় ভারতের গণপরিষদ। 1946 সালের 9 ই ডিসেম্বর দিল্লির 'কনস্টটিউশন হল' এ অনুষ্ঠিত হয় গণপরিষদের প্রথম সভা

* 26শে জানুয়ারি তারিখটিকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে নির্বাচনের কারণ

1929 সালে, লাহোরে, জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য রূপে 'স্বায়ত্বশাসন' এর পরিবর্তে পূর্ণ স্বরাজের দাবী গৃহীত হয়। লাহোর কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইংরেজ সরকার স্বাধীনতা দিক বা না দিক, পরের বছর থেকে প্রত্যেক বছর 26শে জানুয়ারি দিনটিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করা হবে। 1930 - 1947 সাল এই দীর্ঘ সময়, প্রত্যেক বছর, 26শে জানুয়ারি দিনটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। 26শে জানুয়ারির এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, 1950 সালের ঐ দিনটিতেই ভারতীয় সংবিধান কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান বলবৎ হওয়ার দিন থেকে এই সংবিধান অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়ে আসছে । পৃথিবীর অগ্রণী দেশসমূহের সংবিধানের ভালো দিকগুলি নিয়ে ভারতের সংবিধান নানা বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হয়েছে ।

ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল

বিশ্বের দীর্ঘতম ও জটিলতম সংবিধান [Largest and Rigid Constitution]

ভারতের সংবিধান হল পৃথিবীর দীর্ঘতম, লিখিত ও জটিল সংবিধান । ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় এই সংবিধানে মোট ৩৯৫ টি ধারা এবং ধারাগুলি ২২টি পার্টে ও ৮ টি তপশীল —এ বিভক্ত ছিল । বর্তমানে এই সংবিধানে মোট ৪৪৮ টি ধারা আছে এবং

Scanned by Easy Scanner

ধারাগুলি ২৫টি পার্টে ও ১২ টি তপশীল -এ বিভক্ত । বিশ্বের কোনো দেশের সংবিধানে এতগুলি ধারা এবং উপধারা নেই । ভারতীয় সংবিধানে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে ।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় [Flexible]

ভারতীয় সংবিধানের কতকগুলি ধারা আছে অনড় আবার সেই সঙ্গে কতকগুলি ধারা আছে পরিবর্তনীয় । প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই সরকারকে সংবিধান সংশোধন করতে হয় । সংবিধানে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ীই এই সংবিধান সংশোধন করতে হয় । সংবিধানের কোনো ধারা পরিবর্তন করতে হলে আইনসভার উচ্চ কক্ষ ও নিম্নকক্ষের ২/৩ অংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত না হলে সংবিধানের কোনো ধারার পরিবর্তন আনা যাবে না । সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধানের যে-কোনো অংশের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে থাকবে । ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে ২০২৩ এর **সেপ্টেম্বর** পর্যন্ত ১০৬ বার সংবিধান সংশোধিত হয়েছে ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো [Federal]

সংবিধানে ভারতবর্ষকে কোথাও যুক্তরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয় নি । ভারতবর্ষকে বলা হয়েছে রাজ্য সমূহের সমষ্টি বা রাজ্যসংঘ (Union of States) । যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো অনুসারে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যে রাজ্য সরকার গঠিত হয়েছে । ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । অঙ্গ রাজ্যগুলির শাসনভার সেখানকার নির্বাচিত সরকারের ওপর ন্যস্ত । ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে সংবিধানে তিনটি তালিকা আছে— (i) কেন্দ্রীয় তালিকা, (ii) রাজ্য তালিকা ও (iii) যুগ্ম তালিকা । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করেন ও আইন প্রণয়ন করেন । প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়, মুদ্রা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ৯৭টি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আছে । একে কেন্দ্রীয় তালিকা বলে । রাজ্যগুলির অভ্যান্তরীণ প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রভৃতি মোট ৬৬ টি বিষয়ের ভার দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলির ওপর । একে রাজ্য তালিকা বলে । এছাড়া বিচারব্যবস্থা, সংবাদপত্র, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সেচ প্রভৃতি ৪৭টি বিষয়ে যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি আইন প্রণয়ন করতে পারে । একে যুগ্ম তালিকা বলে ।

নাগরিকের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি [Fundamental right]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে ভারতের নাগরিকগণ যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার যথাযত রূপে ভোগ করতে পারেন সেজন্য ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার দান করা হয়েছে । সংবিধানের ১৪ নং থেকে ৩৫ নং ধারাতে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সাতটি মৌলিক অধিকারগুলি হল— (i) সাম্যের অধিকার, (ii) স্বাধীনতার অধিকার, (iii) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (iv) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (v) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধিকার, (vi) সম্পত্তির অধিকার (vii) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার । ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন করে ' সম্পত্তির অধিকার 'কে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে ভারতের নাগরিকরা ছয়টি মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকেন । অবশ্য এই অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ নয় । জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয় । মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে যে-কোনো ভারতীয় নাগরিক হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টে আপীল করতে পারেন ।

নির্দেশমূলক নীতির সংযোজন [Directive Principle]

ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির সংযোজন করা হয়েছে । আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরণে গৃহীত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ভারতের সংবিধানে ৩৬ নং থেকে ৫১ নং ধারাগুলিতে এই নির্দেশমূলক নীতি গৃহীত হয়েছে । জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করে ভারতবর্ষকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করাই হল নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্য । বেকারভাতা, বার্ধক্যভাতা, স্ত্রী ও শিশুদের বিশেষ সুযোগদান, অবৈতনিক চিকিত্সা ইত্যাদি এই নীতির অন্তর্গত । মৌলিক অধিকারগুলির মতো এগুলি আইনে বলবৎযোগ্য না হলেও ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে এই নীতি গুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । নির্দেশমূলক নীতিকে কোনভাবেই মৌলিক অধিকার বলে দাবি করা যায় না ।

Scanned by Easy Scanner

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা [Parliamentary System]

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান হলেও ভারতীয় সংবিধানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। ভারতের মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নিযুক্ত হয়। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। রাজ্যগুলিতেও এই প্রথা চালু আছে।

এক নাগরিকত্ব [Single Citizenship]

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ভারতবাসীর এক নাগরিকত্ব (Single Citizenship) স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে পৃথক নাগরিকত্বের ব্যবস্থা নেই। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারত রাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রস্তাবনার মূল বয়ানটি সংশোধন করে ভারতবর্ষকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রূপের সঙ্গে এর সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ রূপটি তুলে ধরতেই রাষ্ট্র নায়কগণ ১লা এপ্রিল ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে উক্ত শব্দদুটি সংযোজিত করেছেন।

মৌলিক কর্তব্য [Fundamental Duties]

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ১১টি মৌলিক কর্তব্যের [Fundamental duties] উল্লেখ আছে। প্রতিটি নাগরিক এই কর্তব্যগুলি মেনে চলতে বাধ্য। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সংবিধানের আদর্শ মান্য করা, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, সংহতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি মর্যাদা প্রদান।

ধর্ম নিরপেক্ষতা

সংবিধানে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো বিশেষ ধর্মকে ভারতের রাষ্ট্রীয়ধর্ম (State Religion) হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম ও ভাষার পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্র কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। প্রত্যেক নাগরিকই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম আচরণ করতে পারবে।

এককেন্দ্রিকতা

ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও দেশের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে আছে। দেশের ঐক্য ও সংহতি যাতে কোনো রূপেই বিঘ্নিত হতে না পারে তার জন্যই সংবিধান রচয়িতাগণ কেন্দ্রের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করেছেন।

দায়িত্বশীল সরকার

কেন্দ্রে একটি দায়িত্বশীল সরকার আছে। এই সরকারই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ। পার্লামেন্ট মন্ত্রিসভার কাজের সমালোচনা করতে পারে। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সার্বজনীন ভোটাধিকার

ভারতীয় সংবিধানে প্রথমে ২১ বছর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৬১তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা ভোটদানের বয়সসীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না।

Scanned by Easy Scanner

(১) ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার গঠিত কাল ও কমিটি কয়?
(২) ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের প্রথম সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন কে?
(৩) ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয় কবে?
(৪) মূল ভারতীয় সংবিধানে কয়টি ধারা ছিল?
(৫) ভারতীয় সংবিধান লিখিত না অলিখিত?
(৬) ভারতীয় সংবিধানের জনক কে?
(৭) গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতির নাম কি?
(৮) কোন পরিষদের স্থায়ী সভাপতি কে ছিলেন?
(৯) গণপরিষদের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
(১০) ৪২তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী প্রস্তাবনায় কোন তিনটি শব্দ যুক্ত হয়?
(১১) বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান কোন দেশে রয়েছে?
(১২) ভারতীয় সংবিধানে বর্তমানে মোট কয়টি ধারা ও তপশীল আছে?
(১৩) ভারতে কি রূপ নাগরিকতা রয়েছে?
(১৪) ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার কয়টি?
(১৫) ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য কয়টি?
(১৬) ভারতীয় সংবিধানে মোট কয়টি তালিকা আছে?
(১৭) এখনো পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধান মোট কতবার সংশোধিত হয়েছে?

Scanned by Easy Scanner